বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের স্বরূপ ও ফলাফল ঃ একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন *
মোহাম্মদ সেলিম **

Nature and Consequence of Child Marriage in Bangladesh - A Study

Abstract : This article deals with an inquiry into the nature and consequences of child marriage in Bangladesh. It is an outcome of a study conducted over two villages with prime objectives of identifying the major causes of child marriage and its overall impact on socio economic aspects of rural women. Still in the new millennium, child marriage is a matter of great concern to all conscious sections of people and barrier to sustainable development effort attempted for upliftment of rural people, specially, for mother and child health care facilities. In Bangladesh, child marriage is a widely practiced tradition which is considered as a terrible social problem and to some extent a curse for the village women and for the rural society. The tendency of early marriage is observed in an acute form in rural society rather than urban society due to wider disparities in income distribution and other necessary benefits initiated by the Government.

Mainly women section in rural Bangladesh are the victim of negative consequences of early marriage. They are to bear the sufferings of early marriage from the very beginning of their marriage to death. It is hightime to take necessary steps to free the society from the curse of early marriage. But no initiatives could combat the problem if the roots of early marriage remain uncovered.

ভূমিকা

বালিকারা বধু হয়। গ্রামীণ সমাজে এটি একটি স্বাভাবিক চিত্র। বাল্যবিবাহের অভিশাপ নারী জীবনকে অন্ধকারে ফেলে দেয়। বাল্যবিবাহ একটি শারীরিক সমস্যাতো বটেই, সামাজিক সমস্যাও। ফলাফলে জন্মে অপুষ্ট শিশু যা অর্থনীতির

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ সমাজে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র ইত্যাদি নানা কারণে বাল্যবিবাহের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলছে না, নেই কোন সামাজিক আন্দোলন। বরং গ্রামে দেখা যায় ১৩/১৪ বছরে মেয়েকে বিয়ে না দিলে গুঞ্জন ওঠে, অভিভাবককে আতঙ্ক ও চরম ভোগান্তির মধ্যে দিনযাপন করতে হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আইন রয়েছে ঠিকই কিন্তু এ আইনের প্রয়োগ নেই। বিয়ে সম্পর্কে প্রচলিত রীতি, উপযুক্ত বয়স নির্ধারণ, জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার পদ্ধতি নির্ভর করে পরিবার সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবারের ভূমিকা, কাঠামো, জীবনধারা ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ববালীর ওপর।

আইনের বিধান অনুযায়ী বাল্যবিবাহ বলতে সে বিয়েকে বুঝায় যেখানে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একজন শিশু। আর শিশু বলতে তাকেই বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বছরের কম এবং নারী হলে ১৮ বছরের কম।

রাষ্ট্রীয় আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। জাতিসংঘ শিশু সনদেও নিষেধ রয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে আইনগত ন্যূনতম বয়সে পৌছার আগেই যে সকল শিশু ও কিশোরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরিসংখ্যানে তারা শিশু হিসাবে বিবেচিত হয় না। ফলে কোন পুরুষ ১২-১৩ বছর বয়সী কোন মেয়ের সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী বিবেচিত হলেও বিয়ের ছত্রছায়ায় এ যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত।

বাল্যবিবাহের পরিসংখ্যান এবং এর ব্যাপকতা নিরূপণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন এবং জন্ম নিবন্ধীকরণ না হওয়া। ১৪ বছর বয়সের নিচে বিয়ে সংক্রান্ত তথ্য খুব কম দেশেই রয়েছে। আর ১০ বছরের নিচে এ তথ্য আরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনা ভিত্তিক, তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী মেয়েদের প্রায় অর্ধেকেরই বেশী বিবাহিত এবং এই বয়সের শতকরা ৫৮ ভাগ ইতিমধ্যেই মা হয়েছে অথবা সন্তানসম্ভবা।[১] পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১০-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ ও ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ বর্তমানে বিবাহিত।

গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

এ গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণা এলাকার বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ, এর জন্য দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করা, প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ফলাফল ব্যাখ্যা করা এবং এ সামাজিক সমস্যাটি দূরীকরণে কিছু সমাধান সুপারিশ করা। এ ছাড়াও বাংলাদেশে বিবাহ সম্পর্কে গ্রামীণ

মনোভাব, বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা, এর কারণ, পটভূমি এবং প্রভাব, আইনগত জটিলতা বিশ্লেষণপূর্বক বিবাহের হার কমিয়ে আনা এবং এ অভিশাপটি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করা। গ্রাম পর্যায়ে বাল্যবিবাহের একটি চিত্র খুঁজে পাবার লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার ভেরামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম মেঘনাপাড়া এবং মাধবপুর গ্রামকে পর্যবেক্ষণ এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নশালা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী উক্ত গ্রামের বিবাহিত মহিলাদের (যাদের বয়স ১২-৩৫ বৎসর) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারকেই উত্তরদাতা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক তথ্য পাবার জন্য গবেষক মহিলা তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োজিত করেন। গবেষণাটি ২০০২ সালের জানুয়ারি - এপ্রিল সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া গবেষক প্রাথমিক তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ইতোমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সীমাবদ্ধতা

- মাঠ পর্য়ায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষক কেবল পরিবারের যে সদস্য উপস্থিত ছিল তার কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেন।
- কোন কোন প্রশ্নে উত্তরদাত্রী কেবল তাদের নিজস্ব ধারণা থেকে তথ্য প্রদান করেন।
- মহিলা সাক্ষ্য গ্রহণকারী তথ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক মহিলা উত্তরদাত্রী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।
- সময় সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।
- দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসাবে কাজ করেছে।

বাল্যবিবাহ ও গ্রামীণ মনোভাব

গ্রামীণ পরিবেশে একদিকে যেমন ছেলেরা একটু বড় হলেই অভিভাবকরা তাদের কাজে পাঠানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে তেমনি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্যও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের শরীর যে ভেঙ্গে যায় কিংবা কৈশোরে গর্ভবতী হওয়া যে ঝুঁকিপূর্ণ তা মানতে চায় না গ্রামের লোকেরা। তারা বলেন মেয়েদের ১৩/১৪ বছরে বিয়ে হওয়াটাই ভাল। অল্প বয়সে বাচ্চা নেয়াকে তারা ক্ষতিকর মনে করেন না। তাদের ধারণা মেয়ে মানুষতো বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্যই, এটাই চিরাচরিত নিয়ম। আইনের কথা বললে অনেক নারী

ক্ষেপে যান। তারা বলেন যার মেয়ে সে বিয়ে দিবে, এতে আবার আইনের কি আছে? মেয়ে বিয়ে দেয়া একান্ত নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করে গ্রামের জনগণ। বাল্যবিবাহের পর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও নারীদের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীদের দায়দায়িত্ব খুব একটা নিতে দেখা যায় না। অনেক মাতা মনে করেন এবং বলেন মেয়ের জন্য ঠিকমত খাবার জোটাতে পারি না, কতদিন মেয়ে অনাহারে থাকবে? খাবারের জন্য হয়তো সে একসময় কাজ জুটিয়ে নেবে। কাজ খোঁজার সময় কাজ দেয়ার নামে মানুষ একদিন মেয়ের ইজ্জত নেয়ার চেষ্টা করবে। তার চেয়ে মেয়েকে বিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

বাল্যবিবাহ ও শিশু অধিকার

বাল্যবিবাহ শিশু অধিকারের পরিপন্থী। বেশিরভাগ দেশই প্রচলিত আইনে বিয়েতে স্বাধীনভাবে নারীর সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বহু দেশেই এ আইন প্রতীকী মাত্র। ১৯৯২ সন থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশ শিশু অধিকার সম্পর্কে সমাজের সকলের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে। এ ধরনের অধিকার শিশুদের সবসময়ই রয়েছে। তবে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে যা ১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৭ সনের ১লা জুলাই পর্যন্ত ১৯১টি দেশ এ সনদটি অনুমোদন করেছে এবং এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শিশু সম্মেলনের ঘোষণায় অন্যতম স্বাক্ষরদাতা দেশ এবং এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সনদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো দিক রয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী সকলের অর্থাৎ শিশুদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। লিঙ্গ (জেন্ডার), অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান, জাতিগত উৎপত্তি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সকল শিশুর ক্ষেত্রে এ সনদ প্রযোজ্য। এখানে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে বিশেষ কিছু সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। ২১ বছরের নিচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না।

CEDAW সনদে বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে বলা আছে যে, শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি বিবাহ অফিসে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা আছে মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা; বিধান রয়েছে

বাল্যবিবাহ, মেয়ে শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন ও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করার।

বাল্যবিবাহের কারণ এবং প্রভাব

দারিদ্র বাল্যবিবাহের অন্যতম একটি কারণ। দারিদ্র চরম আকার ধারণ করলে একটি অল্পবয়সী মেয়ে পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় তাকে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এমনকি একজন বৃদ্ধের সঙ্গেও বিয়ে দেয়া হয়। দারিদ্র মোকাবেলার একটি কৌশল হিসাবে বয়সের ব্যবধানমূলক এ রীতি একজন বয়স্ক স্বামীকে কম বয়সী একজন স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও তার রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাল্যবিবাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় একজন স্ত্রীর 'নিরাপত্তা' ও তার স্বামীর কাছে তার অধীনস্ততা। দারিদ্র দু'ভাবে বাল্যবিবাহকে প্রভাবিত করতে পারে ঃ প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র পিতামাতা তার মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। দ্বিতীয়ত, ছেলের পিতামাতা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে কন্যার পিতার কাছ থেকে যৌতুক নিয়ে তাদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দ আনতে চায়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত একটি গবেষণায় বাল্যবিবাহের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, "Some of the fundamental factors which lead to fostering child marriage in Bangladesh are extreme poverty, illiteracy, unawareness of parents about the consequences of early marriage, non implementation of child marriage preventive laws, eagerness of grandparents to see their grandson's wife during their lifetime and aspiration for getting dowry.

তাছাড়া, বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক প্রতিরোধ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার অন্যতম কারণ। বিবাহের ক্ষেত্রে কুমারীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত যার ফলে অননুমোদিত যৌন ক্রিয়া থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা-মার দৃষ্টিতে বিয়ে হল নিরাপত্তা বিধানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। কিশোরী মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে ওঠার বিষটি কোন কোন সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। তাদেরেকে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হয় এবং এতে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকবে বলে ধারণা করা হয়। অশিক্ষা অজ্ঞানতার বন্ধনে জড়ানো আমাদের গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে মহিলারা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। এমনকি সচেতন নয় অনেক শিক্ষিত মেয়েরাও। গ্রামের অল্প শিক্ষিত মেয়েরা এর কুফল জানলেও তারা অনেক সময় মা-বাবার অবাধ্য হতে চায় না। আবার অনেক সময় মা-বাবারা বাল্যবিবাহ না চাইলেও মেয়ের ইচ্ছায় (প্রেমঘটিত) বাধ্য হয় তাকে বিয়ে দিতে।

বাল্যবিবাহের প্রভাব

২০০২ সনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ শিশু সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা জানান সারা বিশ্বে ১০-১৭ বছর বয়সী আট কোটি মেয়ে বিবাহিত। দেখা গেছে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়ে।

Babies born to adolescent girls, aside from being at risk themselves, cause extra health risks for their mothers. Girls under 19 are twice as to likely to die from complications in child birth as women in their twenties; and girls under 15 are at still greater risk. [৫]

মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর উচ্চ অনুপাতের জন্য দায়ী মূল কারণগুলো হচ্ছে অল্প বয়সে বিয়ে করা এবং অল্প বয়সে সন্তান ধারণ। যদিও বিগত বছরে প্রথম বিয়ের গড় বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের একটি বিরাট অংশ এখনও অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সন	বয়স	উর্বরতার হার (প্রতি হাজারে)
১৯৯৩	১৫-১৯	১৪০
১৯৯৬	১৫-১৯	১৪৭
১৯৯৯	১৫-১৯	১৪৪

উৎস ঃ ডেমোগ্রাফিক এবং হেলথ সার্ভে, বি.বি.এস.

বাল্যবিবাহের ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সময়ের আগে মেয়েরা গর্ভধারণ করে। ১৯৯৬ সালের সরকারি হিসাবে দেখা যায় মেয়েদের গড় বয়স ২০ অর্থাৎ ২০ বছরের আগেই অর্ধেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।[৬] তবে প্রকৃত গড় বয়স এর চেয়েও কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্ভবত ১৮ এর কাছাকাছি। আরও দেখা গেছে যে ২০% মেয়েই ১৫ বছরের মধ্যে মা হয়ে যায়।[৭] বাংলাদেশের মতলব থানায় মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহের উপর ১৯৭৬-৮৫ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্বের হার ২০-৩৪ বছর বয়সী (কম ঝুঁকির বয়স) নারীদের মাতৃ মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি।[৮]

বাল্যবিবাহ ও অকাল গর্ভধারণের ফলে কিশোরী মা ও তার সন্তান উভয়ই ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যেমন-

* সন্তান প্রসবে জটিলতা, *কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া, *সদ্যজাত শিশুর না বাঁচার সমূহ সম্ভাবনা

* স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বিকাশের সমস্যা

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

যে সকল শিশু বাল্যবিবাহের শিকার বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নষ্ট করে। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, একটি মেয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সাথে তার বিয়ে বিলম্বিত হওয়া পরস্পর সম্পর্কিত।

সহিংসতা ও স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগ

বাংলাদেশে দাম্পত্য সহিংসতা সামাজিকভাবে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না। এর ফলে নারীদের নিরাপত্তার প্রতি এটি সবচেয়ে বড় হুমকি। কিশোরী বধুদের এক বিরাট অংশ স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়।

যৌনবাহিত রোগ

বাল্যবিবাহে আবদ্ধ খুব কম সংখ্যক মেয়েই গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পায়। বিয়ের অব্যবহিত পরেই সন্তান গর্ভধারণ সামাজিক মর্যাদার অংশ। প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের চেয়ে কিশোরী মেয়েদের HIV/এইডস ভাইরাস সহ বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শারীরিক কারণ ছাড়াও নারী-পুরুষ সম্পর্কে পুরুষের কর্তৃত্ব এর জন্য প্রধানত দায়ী।

মনোঃ সামাজিক সমস্যা

বাল্যবিবাহ কৈশরের সমাপ্তি ঘটায়। জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে। স্বাধীনতা খর্ব করে। ব্যক্তিসত্বার বিকাশ ব্যাহত করে যা কিশোরীদের মনোঃ সামাজিক ও আবেগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোতেই বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। তবে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি লক্ষণীয়। গবেষণায় উত্তরদাত্রী ও পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশ্লেষণ করা হয়। লক্ষনীয় যে, নিম্ন আয়, শিক্ষার স্বল্পতা এবং বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্পর্কে উদাসীনতা বা অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী বলে ধরে নেয় হয়।

টেবিল-১ ঃ পরিবার প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ	মহিলা	মোট	%
অশিক্ষিত	৪৭	৫৩	১০০	৬১.৭
১ম- ৫ম শ্রেণী	২৫	১৩	৩৮	২৩.৫
৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণী	১০	০৭	১৭	১০.৫
এস.এস.সি	০৩	০১	০৪	২.৪
এইচ.এস.সি	০২	০০	০২	১.২
ডিগ্রী	০০	০১	০১	০.৭
মাস্টার্স	০০	০০	০০	০.০

টেবিল-২ ঃ পরিবার প্রধানের আয়

আয়	পরিবারের সংখ্যা	%
১০০০ টাকার নিচে	৩০	১৮.৫
১০০১-২০০০	৪৮	২৯.৬
২০০১-৩০০০	৩৫	২১.৬
৩০০১-৪০০০	১৯	১১.৭
৪০০১-৫০০০	১২	৭.৪
৫০০১-৬০০০	০৯	৫.৬
৬০০১-৭০০০	০৮	৪.৯
৭০০১-উপরে	০১	০.৭
মোট	১৬২	

টেবিল-৩ ঃ বিবাহ সংঘঠিত হবার বয়স (মহিলা/পুরুষ)

বয়স	বিবাহিত মহিলার সংখ্যা	%	বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা	%
৫-৯	৩	১.৯	০০	০.০
১০-১৫	১০৪	৬৬.২	৩৫	২৪.৫
১৬-২০	৪০	২৫.৫	৬০	৪২
২১-২৫	০৫	৩.২	৩০	২১
২৬-৩০	০৪	২.৬	১৪	৯.৮
৩১ বৎসরের উপরে	১	০.৭	৪	২.৭
মোট	১৫৭		১৪৩	

টেবিল-৪ ঃ পত্রবধুর বয়স (বিবাহকালীন)

বয়স	সংখ্যা	%
৭-১০	০৪	৩.৯
১১-১৫	৭২	৬৯.৯
১৬-২০	১৮	১৭.৫
২১-২৫	০৭	৬.৮
২৬-৩০	০২	১.৯
মোট	১০৩	

টেবিল-৫ ঃ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

ধরণ	সংখ্যা	%
রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহ	২৫	২৩.৮
রেজিস্ট্রি হয়নি	৭০	৬৬.৭
রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে অসচেতন	১০	৯.৫
মোট	১০৫	

টেবিল-৬ ঃ বিবাহ সংঘটিত হবার সময় পাত্র-পাত্রীর মতামত গ্রহণ

	হ্যাঁ	না
পাত্র	৬৫	৫৫
পাত্রী	৬০	৬৫

টেবিল-৭ ঃ বাল্যবিবাহ জটিলতা

অবস্থা	হ্যাঁ	%	না	%	মোট
স্বামী/পরিবারের সাথে (maladjustment) বনিবনা না হওয়া	৪৪	৪৪.৯	৫৪	৫৫.১	৯৮
স্বামীর বহুগামিতা (polygamy)	১০	১০.২	৮৮	৮৯.৮	৯৮
যৌতুকের শিকার	৭৫	৭৫.৭৫	২৪	২৪.২৫	৯৯
গর্ভপাত (abortion)	১০	৯.৮	৯২	৯০.২	১০২
স্বাস্থ্য অবনতি (মহিলাদের ক্ষেত্রে)	৭০	৭৩.৭	২৫	২৬.৩	৯৫

টেবিল ১-এ দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের প্রধানেরা বেশিরভাগই হচ্ছে অশিক্ষিত। মোট ১৬২ জনের মধ্যে ১০০ জনই এ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রায় (৬১.৭%) এবং ২৩.৫% পুরুষ ও মহিলা ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষার স্বল্পতার কারণে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। বেশিরভাগ বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা হচ্ছে অশিক্ষিত এবং উত্তরদাতা পরিবারের মাসিক আয় অধিকাংশ পরিবারেরই ১০০০ থেকে ৪০০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। টেবিল ২ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ১৬২টি পরিবারের মধ্যে ৪৮টি পরিবারের আয় ১০০১-২০০০ এর মধ্যে (২৯.৬%) এবং ১৮.৫% এর আয় ১০০০ টাকার নিচে। মাত্র ৪.৯% এর আয় ৬০০০ টাকা বা তদুর্ধে। যদিও গবেষণাটি করার ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোকেই বেছে নেয়া হয়েছিল। নিম্ন আয় তাদের জীবনযাত্রার নিম্ন মানের জন্য দায়ী। নিম্ন আয়ের ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। টেবিল ৩-এ দেখা যাবে যে ১৫৭টি বিবাহের মধ্যে ১০৪ জন মহিলারই ১০-১৫ বছরের মধ্যে বিবাহ হয়েছে যার শতকরা হার ৬৬.২%। ১৬-২০ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হয়েছে ৪০ জন মহিলার (২৫.৫%)। অপরদিকে ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এমন পুরুষের সংখ্যা ৩৫ জন (প্রায় ২৪.৫%)। টেবিল ৩-এ আমরা বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই যা মূলত সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে। গবেষণা এলাকার দু'টি গ্রামেই কমপক্ষে ১৮ বছরের নিচে হলে বিয়ে দেয়া নিষেধ সত্বেও তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এসকল বিবাহের অধিকাংশই রেজিস্ট্রিভুক্ত হচ্ছে না। টেবিল ৫-এ দেখা যাচ্ছে ১০৫টি বিবাহের মধ্যে ৭০টি বিবাহেরই রেজিস্ট্রেশন হয়নি যার শতকরা হার ৬৬.৭%। ৯.৫% জানেই না বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে। ফলে বিবাহ পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবাহের পূর্বে ১২০ জনের মধ্যে ৬৫ জন ছেলের কাছ থেকে তার পিতামাতা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং মতামত নিয়েছে এবং ৫৫ জনের কাজ থেকে মতামত চাওয়া হয়নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১২৫ জনের মধ্যে ৬০ জনের কাছ থেকে পিতামাতা কর্তৃক পাত্রী/কন্যার মতামত নেওয়া হয়েছে (টেবিল-৬)। পিতামাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে করে যে বিবাহের ব্যাপারে পুত্র/কন্যার মতামত নেয়া সমীচীন নয়। পিতামাতা বিষয়টিকে তাদের একান্ত নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে তাদের অর্থাৎ পুত্র/কন্যার পক্ষে বিবাহ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দেয়া সম্ভবপর নয়। বাল্যবিবাহ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার ফলে পরবর্তী যে জটিলতা হতে পারে বা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে টেবিল ৭-এ লক্ষ্য করলে বুঝা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহের পর স্বামী বা তার পরিবারের সাথে বনিবনা হচ্ছে না। বিবাহের জন্য শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে পূর্ণ না হওয়ায় বা প্রস্তুতি না থাকায় মেয়েদের স্বাস্থ্যহানী দেখা যায় এবং গর্ভপাত ঘটে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের

অবনতি বা শ্রীহানী ঘটার ফলে স্বামীদের অন্যত্র বিবাহ করার বা বহু বিবাহ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

বাল্যবিবাহ নিরসনে আইনগত জটিলতা

অনেক দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত দেওয়ানী ও সাধারণ আইনে নিষিদ্ধ হলেও প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় আইন ও রীতিনীতি তা অনুমোদন করে। এটি সাধারণত পরিলক্ষিত হয় সেখানে, যেথায় বিয়ে প্রথা অনুযায়ী হয় এবং রেজিস্ট্রেশন হয় না।

বাংলাদেশে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে এবং ২১ বছরের নিচে কোন ছেলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে এ আইন নামমাত্র। বাংলাদেশের নারীর অর্ধেকই ১৮ বছরের নিচে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[৩]

১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে ১৮ বছরের নিম্ন বয়স্ক কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে না। যদিও প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী বা অন্য কেউ বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য ফৌজদারী আইনে দায়ী হতে পারেন। বাল্যবিবাহ পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি কেউ দাবী করে বিয়েটি বাল্যবিবাহ ছিলনা, তবে যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে বিয়েটি বাল্যবিবাহ ছিলনা মর্মে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করলে যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে বিয়েটি বাল্যাববাহ ছিল না বলে বিশ্বাস করার মত কারণ ছিল, তবে সে ব্যক্তি একমাস পর্যন্ত বা যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারার বিধান সত্বেও প্রথম শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন আদালত বা মেজিষ্ট্রেট বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ আমলে নিতে বা বিচার করতে পারেন না। কোন আদালত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা পৌরকর্পোরেশন অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন কর্তৃপক্ষের দায়েরকৃত কোন অভিযোগ ছাড়া বিচার করবেন না এবং এ বিষয়ে অভিযোগটি অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে করতে হবে। যদি আদালত কোন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং তা জ্ঞাত হওয়া সত্বেও সে ব্যক্তি তা অমান্য করেন তবে তিনি তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডযোগ্য হবেন। শর্ত হচ্ছে কোন মহিলাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাবে না।[৪]

বিভিন্ন নীতি, সংবিধি ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়স ভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে সনদের সংজ্ঞার অসামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন, ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের প্রচলিত সাধারণ সাস্কৃতিক ধারণা যে ১৮ বছরের অনেক আগেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে। একটি মেয়ের ঋতুস্রাব শুরু হলে সে গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে। আর তাই তাকে মনে করা হয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। এ ধারণাটি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা সনদে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকলকে শিশু বলা হয়েছে এবং শৈশবকে বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ বিকাশ সাধন কোন শারীরিক পরিপক্কতার চিহ্ন দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৭৪-এর আওতায় সমস্ত বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এ আইন দৃশ্যত কার্যকরী হলেও এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে হয়নি। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এখনও এদেশে বলবৎ আছে; কিন্তু এ আইনের সফল প্রয়োগ দেখা যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা যায়-

ক) এখন বাল্যবিবাহ হচ্ছে কিন্তু তা কোন রকম রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই। ১৯৯৮ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ- বাংলাদেশ পরিচালিত দুইটি সীমিত আকারের জরীপে দেখা যায়, আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় না। এর কারণ হিসাবে জরীপের রিপোর্টে তিনটি বিয়ষ উল্লেখ করা হয় ঃ

এক-রেজিস্ট্রেশনের সুফল ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতনতার অভাব;

দুই-রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি ও এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব; এবং

তিন-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান দৃঢ় করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব।

বিয়ে সম্পর্কিত সকল তথ্য সরকারি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশনের কপি হচ্ছে আইনগতভাবে বিয়ের প্রমাণপত্র। বিয়ের রেজিস্ট্রিপত্রে বর-কনের স্বাক্ষর, বিয়ের স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর, কাজী বা যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন তার স্বাক্ষর ও রেজিস্ট্রি অফিসের সিল ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯৭৪) ধারা ৫(২) অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিটি বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি করতে হবে। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কাজী বা হুজুরের পরিচালনায়

সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মৌখিক চুক্তি হলেও মুসলিম বিয়ে বৈধ বলে স্বীকৃত। তাই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনেক বিয়েই রেজিস্ট্রি করা হয় না। হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কোন বিধান নাই।বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও তাই। এ কারণে বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয় না। যদি কখনও বিয়ে প্রমাণের প্রয়োজন হয় তবে নোটোরাইজেশনের মাধ্যমে তা করা হয়।

(খ) যখন এমন বিয়ে হচ্ছে তখন মেয়ের বয়সের পরিপূর্ণতার স্বপক্ষে মিথ্যা দলিল দাখিল হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ আইনটি স্ববিরোধী এ অর্থে যে একদিকে অপরিণত বিবাহকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, অন্যদিকে যদি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এ বিয়ে সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে এ বিয়েকে বাঁচিয়ে রাখার কথাও বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহ আইনে যিনি এ বিবাহ পরিচালনা করেন তার বিরুদ্ধে যেমন শাস্তির বিধান রয়েছে তেমনি শাস্তির বিধান রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা এ বিয়ের ব্যবস্থা বা আয়োজন করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ে হলে এ আইনের আওতায় কোন অভিযোগই আনা হয় না।

সুপারিশ

বাল্যবিবাহ ও তার কুপ্রভাবকে দূর করার জন্য সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে এবং বাল্যবিবাহ নিরসনে সরকার এবং সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নীতি নির্ধারকমন্ডলী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনজীবী সবার মাধ্যমে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, বেসরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও কর্মীদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করতে হবে।

১) **গণসচেতনতা ঃ** নিম্নোক্ত বার্তা প্রদানের মাধ্যমে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ রোধের এবং ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান না নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

- মাসিক হলেই মেয়েরা সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় না।
- যে মেয়ের শরীর সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়নি তার প্রসব বাধাগ্রস্ত হতে পারে; ফলে মা ও সন্তান দুজনেরই মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।
- অল্প বয়সে বিয়ে রোধ করার জন্য মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা এবং মানুষকে তথ্য অবহিতকরণের কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

- যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে বাস্তবধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের কাছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবা পৌঁছে দিতে হবে।

২) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন** ঃ কিশোরী মেয়েদের জন্য কিছু কর্মসূচি নিতে হবে যাতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও শ্রম বাজারে কিশোরীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

৩) **আইন সংশোধন ঃ** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন-

ক) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের মানদন্ডের আলোকে বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত ও দেওয়ানী আইন সংশোধন।

খ) জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ। "রেজিস্ট্রিহীন বিয়ে বন্ধে যে আইন ও শাস্তি তা খুব দুর্বল। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দিলে বা গালি দিলেই তিন মাসের কারাদন্ড হয়। আর সে তুলনায় এক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা খুবই নগণ্য।" ১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট কার্যকর করতে শাস্তির মাত্রা আরও বাড়ানো উচিত।

গ) পুলিশ, ধর্মীয় প্রতিনিধি, আইন প্রণেতা ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ) মসজিদের ইমামদের এ লক্ষ্যে অর্থাৎ বাল্যবিবাহ রোধে এবং এর কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে।

উপসংহার

একটি গ্রামের উপর প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের যে স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তা বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রাম বা ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। তবে এর ব্যতিক্রম যে কোন গ্রামেই নেই তা বলা যাবে না। তবে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত করার জন্য বিভিন্ন সেমিনার, মাঠকর্মীদের দায়িত্ব দেয়া এবং সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীদের এবং টেলিভিশন ও বেতারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাল্যবিবাহ সমাজের জন্য অভিশাপ এবং বিশেষ করে মহিলাদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকারগুলোকে যদি যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা হয় তবে বাল্যবিবাহ কমাতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরী ভূমিকা

পালন করতে পারে। তাছাড়াও ধর্মীয় নেতা (বিশেষ করে ইমামদের) সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বাল্যবিবাহের অপকারীতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তাদের ভূমিকাকে কাজে লাগাতে হবে। জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন অবশ্যই সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিয়ে সম্পর্কে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে পরিবারে এবং কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। বিয়েকে সাধারণত একটি ব্যক্তিগত এমনকি সংবেদনশীল বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্যে এ ধরনের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য (বিশেষ করে রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজ ও জাতিগোষ্ঠীতে যেখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন বেশি) উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। বাল্যবিবাহ-শিশুর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবার, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পাতা-৯।

২। Uddin, M. Gias & Selim, M. (2000), An Agony into the Nature & Connsensus of Child Marriage in Bangladesh, Journal of Bangladesh Society, IMIT, Page-93

৩। United Nations (1991), The World's Women- Trends and Statistics, 1970-90, New York.

৪। Uddin, পূর্বোক্ত, পাতা-৯২।

৫। বাল্যবিবাহ, পূর্বোক্ত, পাতা-১১।

৬। United Nations, পূর্বোক্ত, পাতা-১০।

৭। স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (১৯৯৬ সনের সংখ্যা সাময়িকি)

৮। সার্ক মেয়ে শিশু কর্মপরিকল্পনা ১৯৯১-২০০০, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৬।

৯। বাল্যবিবাহ, পূর্বোক্ত, পাতা-১৫।